3

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 MAY 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

হরতাল চলাকালে ঢা. বি.-এর পরীক্ষা নেয়া প্রসঙ্গে

গত ২০-৪-৯৫ইং তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং মাননীয় উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও প্রক্টরের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এখন থেকে হরতাল চলাকালীন সময়েও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সিদ্ধান্তটি আপাতদৃষ্টিতে চমকপ্রদ হলেও বাস্তবতার সঙ্গে এর কতটুকু সঙ্গতি রয়েছে তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে বৈকি। কেননা, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেত্রী বা তাঁদের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে আমরা ছাত্রছাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট অভিভাবকগণ আশ্বস্তবোধ করতে পারতাম। হরতাল চলাকালীন সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত থেকে আমরা অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ স্বাগত জানাতে পারছি না, কেননা এর ফলে আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে যার সম্ভাবনা কর্তৃপক্ষ উড়িয়ে দিতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেখানে খোদ ক্যাম্পাসেই শিক্ষার্থীদের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করতে ব্যর্থ হচ্ছেন সেখানে হরতাল চলাকালীন সময়ে ক্যাম্পাস অভিমুখী ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত করবেন তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রীর সিংহভাগই অনাবাসিক এবং তারা প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে নিজস্ব বাহন, বিশ্ববিদ্যালয় বাস, লোকাল বাস, টেম্পো, রিক্সা ইত্যাদি যানবাহনের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে আসা-যাওয়া করে থাকে। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষ যদি ঝুঁকি নিয়েও বাস সার্ভিস চালু রাখে, তবুও তা মোট চাহিদার অংশবিশেষ পূরণে সক্ষম হবে মাত্র। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেক ছাত্রীবৃন্দের অভিভাবকগণ হরতাল উপেক্ষা করে এবং ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবেন কিনা সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধজনিত কারণে স্বল্পকালীন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরীক্ষার সময়সূচী আংশিক পরিবর্তন করে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে অনেক ছাত্রছাত্রী বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনাবাসিক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। ফলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের তীব্র মানসিক যাতনার শিকার হতে হয়েছে এবং তাদেরকে পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগদানের জন্য লিফলেট ছাপিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনসমূহে লাগাতে দেখা গেছে। হরতাল এ দেশে অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই হরতালের মতো একটি বড় ধরনের কর্মসূচীকে সর্বসাধারণের সর্বাত্মক সহযোগিতা ব্যতিরেকে পাশ কাটিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন ছাত্রছাত্রী যদি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তবে তার দায়দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে চান, তবে হরতালের পূর্বরাতে কর্মকর্তাদের সচিবালয়ে অবস্থানের মতো হরতালের পূর্বরাতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী/ পরীক্ষার্থিণীদেরকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে শ্রেণীকক্ষে (!) রাত যাপনের মতো ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করছি। পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, ছাত্র ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের কর্মসূচী অব্যাহত রাখার জন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দের আশ্বাস যথেষ্ট হলেও হরতাল চলাকালীন সময়ে পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র ছাত্র নেতৃবৃন্দের আশ্বাস মোটেও যথেষ্ট নয়।

মেহেদী হাসান
ইংরেজী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়